নতুন আঙ্গিকে

ORACLE BCS

প্রিলিমিনারি

আন্তর্জাতিক ও ভূগোল

Lecture No 6-9

নাম	রোজেলা রিমা
ব্যাচ নং	৬
রোল	৩৪৩

Topics

- আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি : বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ, গ্রিন হাউস ইফেক্ট, ওজোন স্তরে ক্ষয়, পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ : ধরিত্রী সম্মেলন, কিয়োটো প্রটোকল ১৯৯৭, দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন, কপ সম্মেলনসমূহ, পরিবেশবাদী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, গ্রিন কেমেস্ট্রি, গ্রিন রাজনীতি, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি
- বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাসমূহ
  সাধারণ আলোচনা, বিশ্বের দেশসমূহের অঞ্চলভিত্তিক
- ভৌগোলিক অবস্থান, ভৌগোলিক উপনাম, পরিবর্তিত নাম, সাগর-মহাসাগর, প্রণালি, খাল
- অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ (ভূপ্রাকৃতিক) : সীমারেখা, পর্বতমালা, নদ-নদী তীরবর্তী শহর, দ্বীপ, জলপ্রপাত, মালভূমি, অন্তরীপ।
  আঞ্চলভিত্তিক সম্পদের বণ্টন : কৃষি, শিল্প, খনিজ, অর্থনীতি, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য

Oracle BCS EST-2001
প্রধান কার্যালয় : রাফিন প্লাজা (লিফট-৫), নীলক্ষেত, (বলাকা হলের পাশে)
৩/বি মীরপুর রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৪৬-১৯৮৪৪৫, ০১৭১৩২৩৯৮১১-১২
কর্পোরেট অফিস : মল্লিক টাওয়ার (লিফট-৭) সদরঘাট, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-২৩৯৮১৪-১৫, ০১৯৭৬-১৯৮৪৪৫

লেকচার - ৬

বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা ও দূষণ

★ প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনই পরিবেশ বিনষ্ট বা দূষণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডকে প্রধানত দায়ী করা হয়।

★ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; এরোসল ও এ জাতীয় স্প্রে উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লোরো-ফ্লোরোকার্বন (CFC) গ্যাস, বিশেষত CO_2 বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে যার ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

★ পলিথিন একটি জটিল যৌগ। এটি পানি বা মাটির সাথে বিক্রিয়া করে না কিংবা মাটিতে বা পানিতে পচে না। ফলে এটি দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থেকে মাটি, পানি তথা পরিবেশের ক্ষতি করে।

★ শিল্প কারখানার বর্জ্য, শহর ও গ্রামে সৃষ্ট ময়লা আবর্জনা, জমিতে প্রয়োগকৃত কীটনাশক ও সার পানি দূষণ ঘটায়।

★ বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন পানিতে আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণ। আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান তথা আর্সেনিকোসিস রোগ স্বল্পোন্নত অনেক দেশে মারাত্মক স্বাস্থ্যসমস্যা সৃষ্টি করেছে।

★ মোটরগাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, পেট্রোলের সীসা প্রভৃতির কারণে বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, সিএফসি প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে বাতাস বিষাক্ত হয়ে পড়ছে।

★ বায়ু দূষণের জন্য কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস মুখ্যত দায়ী। গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া কার্বন মনোক্সাইড সমৃদ্ধ।

★ পেট্রোলে অগ্নি নিরোধ হিসেবে সীসা ব্যবহৃত হয়। দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন চার স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের চেয়ে বেশি বায়ুদূষণ ঘটায়।

গ্রিনহাউস ইফেক্ট

★ গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলতে মূলত তাপ আটকে পড়ে পৃথিবীর সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বুঝায়। গ্রিনহাউস ইফেক্ট হলো :

১. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি
২. ওজোন স্তরের ক্ষয়
৩. ভূপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় রশ্মির আগমন প্রভৃতি

★ গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিই হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। মুখ্য গ্রিনহাউস গ্যাস হলো কার্বন ডাই অক্সাইড (৪৯%), মিথেন (১৮%) ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (১৪%)।

★ বিশ্বে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয় তার ৮০% নির্গত করে যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর গোলার্ধের ধনী দেশগুলো। তাই একে নর্দান হেমিস্ফায়ার ওয়ার্মিং বলে।

★ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ভয়াবহ যে সকল সমস্যা দেখা দেবে চর্ম-ক্যান্সার ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মগ্রহণ।

★ গাছপালা ও পশুপাখির নানা প্রজাতি ধ্বংস।

★ উর্বর কৃষিজমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়া।

★ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া।

★ সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিম্ন এলাকাসমূহ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া প্রভৃতি।

★ পানির উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৫ শতাংশ ভূমি পানিতে তলিয়ে যাবার আশংঙ্কা রয়েছে।

★ বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্র্যের রূপকে করছে ক্ষুণ্ন। ফলে অতি বৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওজোন স্তরে ক্ষয়

★ ভূপৃষ্ঠের ৬৫ মাইল উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তরকে (স্ট্রোটোমণ্ডল) ওজোন স্তর বলে। এটি ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।

★ সিএফসি ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোনকে অক্সিজেনে পরিণত করে। এর ফলে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে ফাটল সৃষ্টি হয়।

★ ওজোন স্তর ফাটলের জন্য মুখ্যত দায়ী সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাস। এটি প্রধানত এরোসল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে ব্যবহৃত হয়।

২০০৪ সাল উষ্ণবর্ষ

★ জাতিসংঘ ১৯৯০ সাল থেকে ১০টি উষ্ণবর্ষ রেকর্ড করেছে। এর মধ্যে ২০০৪ সাল সবচেয়ে উষ্ণবর্ষ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

সুনামি

★ ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে এক শক্তিশালী ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট সুনামির আঘাতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৮টি দেশে প্রায় ২ লাখ লোক নিহত হয়। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৯.০।

পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

★ ১৯৭০ সনের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটন ডিসি-তে প্রসিদ্ধ ধরিত্রী দিবস র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, এ সময় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে Friends of the Earth, Green Peace ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান।

★ জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সনের ৫-১৬ জুন স্টকহোমে UN Conference of Human Environment অনুষ্ঠিত হয়। স্টকহোম সম্মেলন থেকেই জন্মলাভ করে United Nations Enviromental Programme (UNEP) নামক প্রতিষ্ঠানটি।

★ Montreal Protocol ১৯৮৭ সালে পরিবেশ বিষয়ক Scientific গবেষণার জন্য গঠিত হয়। এটি ১৯৮৭ সালের ওজন স্তর রক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির নাম। এতে ২৮টি দেশ স্বাক্ষর করে। স্থান- মন্ট্রিল, কানাডা।

★ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালে পরিবেশ বিষয়ক ২য় সম্মেলনের আয়োজন করে। 2nd Conference এর নাম UN Conference on Environment and Development

ধরিত্রী সম্মেলন

★ ২৩-২৭ জুন ১৯৯৭ সনের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকে রিও ঘোষণাপত্রের (Rio Declaration) এবং আলোচনা সূচি ২১-এর (Agenda 21) ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে।

★ ধরিত্রী সম্মেলনে দুটি প্রধান চুক্তি সম্পাদিত হয়। এগুলো হলো Convention on Climate Change → (UNFCC), Convention of Biological Diversity (Biodiversity Treaty).

★ Aganda-21 হলো পরিবেশ বিপর্যয় নিম্ন পর্যায়ে রাখতে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখার সামর্থ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচ্যসূচি।

★ রিও সম্মেলনে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধকল্পে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন ২০০০ সাল নাগাদ ১৯৯০ সনের পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করেনি।

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg
fb: Dream-Catcher Mozahid
My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

★ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে জীবাণু-প্রাণরস আহরণে বাধা এবং শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশ ব্যাহত হওয়ার কারণ দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জীব বৈচিত্র্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

★ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান Reo- সম্মেলনের দুটো চুক্তির ন্যায় আরো একটি চুক্তির চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয় — সেই চুক্তির নাম Convention on Poverty.

★ **ধরিত্রী সম্মেলন +৫ :** ২৩-২৭ জুন - ১৯৯৭ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়ক শহরে ধরিত্রী সম্মেলন + ৫ অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'দ্য প্রোগ্রাম ফর ফারদার ইমপ্লিমেন্টেশন অব এজেন্ডা-২১' গৃহীত হয়।

কিয়োটো প্রটোকল ১৯৯৭ :

★ এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ১৬ মার্চ, ১৯৯৮ এবং সমাপ্ত হয় ১৫ মার্চ, ১৯৯৯। চুক্তিটি কার্যকর হয় ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। শিল্পোন্নত দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া এই প্রটোকল অনুসমর্থন করেনি।

★ চুক্তি অনুযায়ী অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ আরো পাঁচটি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে ফেলতে বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়। ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের উন্নত দেশগুলো CO_2 নিঃসরণ ৭ শতাংশ হ্রাস করতে এবং ২০১০ সাল নাগাদ CFC নিঃসরণ ১৯৯০ সালের পর্যায়ে স্থির রাখতে দেশগুলো অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

★ ২৬ নভেম্বর-৮ ডিসেম্বর, ২০১২ অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলন COP-18-এ কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ৮(আট) বছর বৃদ্ধি করে ২০২০ সাল পর্যন্ত করা হয়।

★ ১২ নভেম্বর ১৯৯৮ যুক্তরাষ্ট্র প্রটোকলে স্বাক্ষর করে কিন্তু সিনেটে উত্থাপন করা হয়নি।

দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (জোহানেসবার্গ সম্মেলন) :

★ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে ২৬ আগস্ট -৪ সেপ্টেম্বর '০২ বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মূল এজেন্ডা ছিল ৫টি। যথা : পানি ও পয়নিষ্কাষ, কৃষি, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও জীববৈচিত্র্য।

বালি সম্মেলন- ২০০৭

★ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সম্মেলন ২ ডিসেম্বর ২০০৭ ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন শহর বালি দ্বীপের নুসা দুয়ায় শুরু হয়। এতে একটি নতুন জলবায়ু চুক্তি করতে সকলে একমত হয়।

UNFCC

UNFCC হলো ১৯৯২ এর Reo-Earth Summit GHG Emminion 1990এর পর্যায়ে নামিয়ে আসার চুক্তিপত্র। UNFCC এর বাৎসরিক Meeting এর নাম COP - Conference of Perties.

COP– বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

সম্মেলন	তারিখ	স্থান
চতুর্দশ	১-১২ ডিসেম্বর, ২০০৮	পোজম্যান, পোল্যান্ড
পঞ্চদশ	৭-১৮ ডিসেম্বর, ২০০৯	কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক
ষোড়শ	২৯ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর ২০১০	কানকুন, মেক্সিকো
সপ্তদশ	২৮ নভেম্বর-১১ ডিসেম্বর ২০১১	ডারবান, দ. আফ্রিকা
অষ্টাদশ	২৬ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর, ২০১২	দোহা, কাতার
ঊনবিংশ	১১-২৩ নভেম্বর, ২০১৩	ওয়ারশ, পোল্যান্ড
বিংশ	১-১২ ডিসেম্বর ২০১৪	লিমা, পেরু
একবিংশ	৩০ নভেম্বর-১১ ডিসেম্বর ২০১৫	লিবুরগেট, ফ্রান্স

★ COP-2 অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৯৭ সালে, Keyoto, Japan. উদ্দেশ্য Binding Agreement- 5.2%, Cuf of GHG U.S.A- 7% EU-8%. লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা 2008-2012 সালের মধ্যে, U.S.A স্বাক্ষর করেনি।

★ চতুর্দশ কপ সম্মেলনে ৩ ডিসেম্বর ২০০৮ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড় সিডরের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে ভিকটিম দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ।

★ পঞ্চদশ কপ সম্মেলনে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের নেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হয়েছে। এ সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২০২০ সাল নাগাদ দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনা ও গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়।

★ ষোড়শ কানকুন সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপুল প্রভাব রোধে Adaptation Committee গঠন; সহায়তা এবং ঋণ প্রদান; Green Climate Fund প্রতিষ্ঠা; প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

★ ডারবানে সপ্তদশ সম্মেলনে Green Climate Fund এর কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেয়া হয়। LDC দেশসমূহের জন্য National Adaption Plan (NAP) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

★ অষ্টাদশ কপ সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ১ জানুয়ারি, ২০১৩ সাল থেকে ২০২০ সালের শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাসকরণ, বৈশ্বিক গড় তামপাত্রা প্রাক-শিল্পায়নে যুগের গড় তাপমাত্রার উপরে ২° সেলসিয়াস এর নিচে রাখার প্রত্যয় ঘোষিত হয়।

★ ঊনবিংশ কপ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উন্নয়নশীল নাজুক দেশসমূহে ক্ষয়-ক্ষতি রোধে সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তৃতীয় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

★ এ সম্মেলন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ৩১ আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত অনুন্নত দেশগুলো এ সম্মেলনে তথ্য ও প্রকল্প সেবা বিনিময় এবং জলাবায়ু পরিবর্তনের সকল চ্যালেঞ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলায় চুক্তি স্বাক্ষর করে।

রিও+২০ সম্মেলন : দূষণমুক্তির কৌশলপত্র অনুমোদন

★ ২০১২ সালে রিও+২০ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন, মরুকরণ প্রক্রিয়া, মৎস্য সম্পদ হ্রাস, দূষণ, বন উজাড় ও প্রজাতি বিলুপ্তি এর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রথম Blue Economy ধারণা দেয়া হয়।

Focus theme :

i. টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন, সবুজ অর্থনীতি।

ii. টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

ক্লাইমেট এ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন

★ বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ রোধে গঠিত নতুন জোট হলো Climate and Clean Air coalition. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ এই পরিবেশবাদী জোট গঠনের ঘোষণা দেন। এই জোটের সদস্য সংখ্যা ছয়টি। এগুলো হলো বাংলাদেশ, কানাডা, ঘানা, মেক্সিকো, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র।

পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও উপাদান

আন্তর্জাতিক ম্যারিটাইম অর্গানাইজেশন (IMO):

★ আইএমও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। নৌচলাচল সংক্রান্ত বিষয়ের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমুদ্রের নিরাপত্তা বিধান এবং সমুদ্র দূষণ প্রতিরোধ।

ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC):

★ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ প্রোগ্রাম (UNEP) এর উদ্যোগে।

★ IPCC সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিভিন্ন ধরনের বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। পরিবেশ সংক্রান্ত অবদানের জন্য IPCC ২০০৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

IUCN

★ এটি বেসরকারি সংস্থা। ওয়ার্ল্ড কনজার্ভেশন ইউনিয়ন নামেও পরিচিত। এ সংস্থা বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বসতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে কাজ করে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে।

★ আইইসিএন-এর রেড লিস্ট অব থ্রেটেন্ড স্পেসিজ নামে একটি তথ্য ভাণ্ডার আছে। তাতে বিশ্বের যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি, স্তন্যপায়ী, পাখি, উভচর সরীসৃপ ও উচ্চতর উদ্ভিদ বিলুপ্তির বা হুমকির সম্মুখীন সেগুলোর তথ্য আছে।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড

★ এটি তৈরি হয় ক্লোরিনযুক্ত মিথেন থেকে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বায়ুমণ্ডলে ৪২ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এটি ওজোন ক্ষয়কারী। এর সংস্পর্শে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কার্বন ডেটিং

★ এর অন্য নাম রেডিও কার্বন ডেটিং। অর্থাৎ কার্বন দিয়ে সময় নির্ণয়। কাঠ, হাড় ও শেল-এর মতো জৈবিক অবশেষের বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি।

★ নিউট্রনের আঘাত হানার ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন পরমাণুর একটি ক্ষুদ্র অংশ কার্বন-১৪ এ তেজস্ক্রিয় নিউক্লিতে পরিণত হয়। এর তাপ লাইফ হচ্ছে ৫,৬০০ বছর।

★ উদ্ভিদ বা প্রাণী মারা গেলে কার্বন ১৪ এর তেজস্ক্রিয়তা ক্ষয় হতে থাকে আর কার্বন-১২ অবিকৃত থাকে। এ কারণে কার্বন-১৪ ও কার্বন ১২ -এর অনুপাত তুলনা করে যে কোন বস্তুর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

গ্রিন কেমিস্ট্রি

★ এতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন ফিডস্টক, রিএজেন্ট, প্রভাবক ও রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভাবনের দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

★ গ্রিন কেমিস্ট্রির আওতায় আলুর স্টার্চ, চূণা ও ভোক্তার ব্যবহার্য পুনঃচক্রায়িত ফাইবার দিয়ে তৈরি বাসন, পেয়ালা ও খাবারের বাক্স ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এছাড়া বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।

★ গ্রিন কেমিস্ট্রির অংশ হিসেবে সূর্যমুখী, পপলার ক্লোভার সরিষা ও কিছু কিছু ভেষজ গাছ দূষিত মাটি ও পানি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

গ্রিন রাজনীতি

★ পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষাকে রাজনীতির উদ্দেশ্যে হিসেবে ঘোষণা করেছে এমন দলগুলোর নামের সাথে গ্রিন বা সবুজ বিশেষণ যুক্ত করা হয় এবং তাদের গ্রিন রাজনৈতিক দল বলে বিবেচনা করা হয়।

★ নিউজিল্যান্ডের ভ্যালুস পার্টিকে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলে মনে করা হয়। এ দল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। যুক্তরাজ্যে ইকোলজি পার্টি গ্রিন পার্টিতে রাপান্তরিত হয়।

★ গ্রিন পার্টিগুলো মূল রাজনৈতিক স্রোতোধারায় আসতে না পারলেও তাদের কারণে পরিবেশগত বিষয়গুলো মূল ধারায় চলে আসে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি

★ সংক্ষেপে ইউনেপ। এর সদর দপ্তর কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে। এ সংস্থার প্রধানের পদবী মহা পরিচালক।

★ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছরেই ১৯৭৩ সালে ইউনেপের পৃষ্টপোষকতায় সাইটিস গৃহীত হয়।

★ এর উদ্যোগে পরিবেশ সংক্রান্ত নানা কনভেনশন গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য কনভেনশন হলো : বন কনভেনশন (১৯৭৯), ভিয়েনা কনভেনশন (১৯৮৫), মন্ট্রিল প্রটোকল (১৯৮৭), বাসেল কনভেনশন (১৯৮৯), জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৯২), রটরড্যাম কনভেনশন (১৯৯৮), কার্টাগেনা প্রটোকল (২০০০), পপস কনভেনশন (২০০১) প্রভৃতি।

জীব দূষণ

★ বিদেশি কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতিকে পরিবেশে অনুপ্রবেশ করানো হলে প্রতিবেশের ভারসাম্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তাই জীব দূষণ।

★ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেট লেকে সি ল্যাম্প্রি মাছ, আমাদের দেশে কচুরিপানার মত উদ্ভিদ বা আফ্রিকান মাগুর বা তেলাপিয়া জীব দূষণ ঘটায়।

ডার্টি ডজন

★ ডার্টি ডজন হলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ১২টি বিপজ্জনক রাসায়নিক। এর সবগুলোই খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে।

★ এর অনেকগুলোর ব্যবহার স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য স্টকহোম কনভেনশন গৃহীত হয়।

পরিবেশ উন্নয়নে সংস্থা-সংগঠন

★ **বিশ্ব পরিবেশ কাঠামো**
গঠন: ১৯৯১
সদর দপ্তর: ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

★ **জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)**
গঠন: ১৯৭২
সদর দপ্তর: নাইরোবি, কেনিয়া

★ **টেকসই উন্নয়নে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম**
গঠন: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩
সদর দপ্তর: নিইউয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
পূর্বনাম: টেকসই উন্নয়ন কমিশন (CSD)
CSD গঠন: ১৯৯২

★ **জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (IPCC)**
গঠন: ১৯৮৮
সদর দপ্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

★ **বিশ্ব প্রকৃতি সংস্থা**
গঠন: ২০১০
সদর দপ্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

★ **ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থা**
গঠন: ৩০ অক্টোবর ১৯৯৩
সদর দপ্তর: কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক

★ **আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থা (IUCN)**
গঠন: অক্টোবর ১৯৪৮
সদর দপ্তর: গ্ল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড

★ **৩৫০ ডটওআরজি**
গঠন: ২০০৭
সদর দপ্তর: বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

★ **বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল**
গঠন: ১৯৯৩
সদর দপ্তর: কেমব্রিজ, যুক্তরাজ্য

★ **গ্রিন পিস**
গঠন: ১৯৭১
সদর দপ্তর: আর্মস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস

★ **ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার**
গঠন: ২৯ এপ্রিল ১৯৬১
সদর দপ্তর: গ্ল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড

বাংলাদেশ

★ **বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফোর্স**
সদর দপ্তর: নয়াপল্টন, ঢাকা

★ **বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA)**
গঠন: ২০০০
সদর দপ্তর: লালমাটিয়া, ঢাকা

★ **বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BELA)**
গঠন: ১৯৯২
সদর দপ্তর: ধানমন্ডি, ঢাকা

★ **বাংলাদেশ পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা**
গঠন: ১৯৯৩
সদর দপ্তর: সেগুনবাগিচা, ঢাকা

★ **পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবাআ)**
সদর দপ্তর: ধানমন্ডি, ঢাকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

★ দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিনে চার স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের মধ্যে বায়ুর দূষণ কোনটির বেশি?
— দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন।
★ পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার বড় কারণ কী?
— পরিবেশ দূষণ হ্রাস।
★ পরিবেশের কোন দূষণের ফলে প্রধানত উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে?
— শব্দ দূষণ।
★ ভিয়েনা কনভেনশন কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
— ২২ মার্চ ১৯৮৫; ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (কার্যকর হয় ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮)
★ গ্রিনহাউস গ্যাস কী কী?
— CO, H2S, N_2O.
★ গ্রিন পিস কী?
— পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ।
★ গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় যে বিষাক্ত গ্যাস থাকে তা কী?
— কার্বন মনোক্সাইড।
★ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন কবে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
— ৫ জুন ১৯৯২; রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল (কার্যকর হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩)।
★ মন্ট্রিল প্রটোকল কী?
— বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষা বিষয়ক প্রটোকল।
★ মন্ট্রিল প্রটোকল কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
— ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭; মন্ট্রিল, কানাডা (কার্যকর হয় ১ জানুয়ারি ১৯৮৯)।
★ বাসেল কনভেনশন কী?
— বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কনভেনশন।
★ বাসেল কনভেনশন কবে, কোথায় গৃহীত হয়।
— ২২ মার্চ ১৯৮৯; বাসেল, সুইজারল্যান্ডের (কার্যকর হয় ৫ মে ১৯৯২)।
★ গ্রিনহাউস ইফেক্ট এর পরিণতি কী?
— তাপমাত্রা বৃদ্ধি।
★ জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কোন গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে?
— CO2
★ জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত রূপরেখা কনভেনশনের পুরো নাম কী?
— United Nations Framework Convention on Climate Change.
★ কিয়োটো প্রটোকল কী?
— ভূমণ্ডলের তাপবৃদ্ধি ও আবহমণ্ডলের পরিবর্তন রোধ বিষয়ক প্রটোকল।
★ কিয়োটো প্রটোকল কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
— ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭; কিয়োটো, জাপান (কার্যকর হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)।
★ কার্টাগেনা প্রটোকল কী?
— জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল।
★ কার্টাগেনা প্রটোকল কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
— ২৯ জানুয়ারি ২০০; মন্ট্রিল, কানাডা (কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩)।
★ এজেন্ডা ২১ কী?
— ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত একটি দলিল।
★ গ্লোবাল ফোরাম বলতে কী বোঝায়?
— ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনের সমান্তরালভাবে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত এনজিওদের সম্মেলন।
★ 'ইকোলজি' কোন ভাষার শব্দ?
— গ্রিক ভাষা।
★ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটার জন্য কারা দায়ী?
— মানুষ।
★ গ্রিনহাউস কী জন্য তৈরি করা হয়?
— গাছপালা জন্মানোর জন্য।
★ গ্রিনহাউস বলতে কোন ঘর বুঝায়?
— কাচের তৈরি ঘর।
★ 'ইকোলজি' শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
— জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল (Ernst Haeckle); ১৮৬৬ সালে।
★ ওজোন স্তরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে কোন গ্যাস?
— ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC)।
★ ওজোন স্তরে ছিদ্র সৃষ্টির কথা বিজ্ঞানীরা কবে প্রথম জানতে পারেন?
— ১৯৮৩ সালে।
★ কোনো দেশের পরিবেশর ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
— ২৫ ভাগ।
★ 'গ্রিনহাউস প্রভাব' কথাটা প্রথম কে, কখন ব্যবহার করেন?
— সুইডিশ রসায়নবিদ সোভনটে আরহেনিয়াস, ১৮৯৬ সালে।
★ এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাসটির নাম কী?
— হাইড্রোজেন সালফাইড।
★ ওজোন স্তরের ক্ষয় কী?
— ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
★ বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে সবচেয়ে বেশি ওজোন পাওয়া যায়?
— ওজনোস্ফিয়ার।
★ ওজোনের রং কী?
— গাঢ় নীল।
★ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা কত?
— ০.০১ মি. গ্রাম/লিটার। [বাংলাদেশের জন্য ০.০৫ মি.গ্রাম/লিটার]
★ পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সমন্ধীয় বিদ্যাকে কী বলে?
— ইকোলজি।
★ সর্বপ্রথম পানি দূষণ সমস্যাকে কে চিহ্নিত করেন?
— হিপোক্রিটাস।
★ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া এ দেশের জন্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কী কারণে?
— এর ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে।

★ যে সর্বোচ্চ শ্রুতি-সীমার উপরে মানুষ বধির হয় তা কত?
— ১০৫ ডেসিবেল।
★ ই-৮ কী?
— পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ।
★ সিএফসি গ্যাস কেন ক্ষতিকরক?
— ওজোন স্তরে ছিদ্রের সৃষ্টি করে।
★ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কোনটি?
— কার্বন ডাই-অক্সাইড।
★ ইউরোপিয়ান পরিবেশ এজেন্সি (EEA)চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
— ১৯৯০ সালে (কার্যকর ১৯৯৩ সালে)।
★ ইউরোপিয়ান পরিবেশ এজেন্সি শুরু করে কবে?
— ১৯৯৪ সালে (সদর দপ্তর কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক)।
★ বিশ্ব জলবায়ু কনফারেন্স -এর আয়োজক কোন সংস্থা?
— বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)।
★ প্রতিদিন গড়ে কী পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশে?
— ১২০ কোটি পাউন্ড।

লেকচার-৭

সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাসমূহ

আলোচিত সংকট

ক্রিমিয়া সংকট

১৮ মার্চ, ২০১৪-তে ইউক্রেন ছেড়ে রাশিয়ার সাথে যোগ দেয় কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী আজব সাগরের পার্শ্ববর্তী দ্বীপ ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত ক্রিমিয়া। ১৬ মার্চ, ২০১৪ ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৭% ক্রিমিয়ানরা রাশিয়ার সাথে যোগ দেয়ার পক্ষে ভোট প্রদান করে। ১৮ মার্চ, ২০১৪ ক্রিমিয়া ও রাশিয়ার নেতাদের মধ্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার সাথে যোগ দেয় ক্রিমিয়া।

★ ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া ইউক্রেনের দখলে ছিল।
★ রাশিয়া প্রথমবারের মত ক্রিমিয়া দখল করে : ১৭৮৩ সালে
★ প্রথম ক্রিমিয়া যুদ্ধ হয়েছিল - ১৮৫৩-১৮৫৬ সাল পর্যন্ত, ঐ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে। তখন যুদ্ধ হয়েছিল রুশ সম্রাজ্যের সাথে ফ্রেন্স ও অটোম্যান সম্রাজ্য, যুক্তরাজ্য ও কিংডম শারদিনিয়ার (বর্তমান ফ্রান্স, ইতালি ও মোনাকো)।
★ ক্রিমিয়ান অটোনোমাস সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিক গঠিত হয় : ১৯২১ সালে এবং এটা ভেঙ্গে যায় ১৯৪৫ সালে।
★ এটি পুনরায় রাশিয়ার দখলে থাকে ১৯৪৫-১৯৫৪ পর্যন্ত।
★ ইউক্রেন এর দখলে থাকে : ১৯৫৪-১৯৯১ পর্যন্ত।
★ স্বায়ত্তশাসিত ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় : ১৯৯১ সালে।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নতুন কোন বিষয় না তবে বর্তমান সংকট কিছুটা হলেও ভিন্ন। ২৯ জুন, ২০১৪ ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননের কিছু অংশ নিয়ে খিলাফাত ঘোষণা করে ইসলামিক স্টেট এবং আবুবকর আল বাগদাদীকে ঘোষণা করা হয় খলিফা হিসেবে। খলিফা হওয়ার পর তার নাম হয় আমিরুল মুমেনিন খলিফা ইব্রাহীম। ইসলামি স্টেট এর রাজধানী করা হয় আর-রাকা শহরকে। আগস্ট, ২০১৪ ইসলামিক স্টেট এর উপর হামলা শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরে যোগ দেয় তার মিত্ররা যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

এক নজরে আইএস :

★ প্রতিষ্ঠাকালীন নাম : জামাত আল তাওইদওয়া আল জিহাদ
★ আল কায়দার সাথে যোগদান : অক্টোবর, ২০০৪
★ ইরাকে ইসলামিক স্টেট ঘোষণা : ১৩ অক্টোবর, ২০০৬
★ লেভান্টে রাষ্ট্র দাবী : ৮ এপ্রিল, ২০১৩
★ আল কায়দা থেকে বিচ্ছিন্ন : ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
★ খেলাফত ঘোষণা : ২৯ জুন, ২০১৪
★ বর্তমান নেতা : আবু বকর আল বাগদাদি
★ ইসলামি স্টেট রাজ্যের রাজধানীর নাম : আর-রাকাহ

এক নজরে সিরিয়া

★ ৩৩৩ খ্রিষ্টপূর্বে আলেকজান্ডার সিরিয়া দখল করে।
★ ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আরব মুসলমানরা সিরিয়া দখল করে।
★ ১৫১৬ সালে আটোমানরা সিরিয়া দখল করে।
★ ১৯১৮ সালে ফ্রান্স সিরিয়া দখল করে।
★ ১৯৪৬ সালে সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।
★ ১৯৫৮-৬১ মিসরের সাথে ছিল।
★ ১৯৬৩ সালে বাথ পার্টি ক্ষমতা দখল করে।
★ ১৯৭০ সালে বাথ পার্টির প্রতিরক্ষামন্ত্রী হাফিজ আল আসাদ ক্ষমতা দখল করে।
★ ২০০০ সালে হাফিজের মৃত্যুতে তার ছেলে বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় আসে।
★ ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি হাসান আলী আকলেহ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
★ ২০১২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে বাশার ৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে পুণরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।
★ ২০১২ সালের মার্চ মাসে গোটা সিরিয়াতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। USA, UK, ফ্রান্স, স্পেন, তুরস্ক, লিবিয়াসহ অনেক দেশ বিদ্রোহীদের সমর্থন করে। ইরান, চীন, রাশিয়াসহ কিছুদেশ বাশার আল আসাদের সমর্থন দেয়।

এক নজরে ফিলিস্তিন

★ ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ওমরের শাসনামলে আরবদের দখলে আসে।
★ ১০৯৬-১২৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮বার ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ হয়।
★ ১২৯২-১৯১৮ অটোমানদের দখলে ছিল।
★ ১৯১৮-১৯৪৮ যুক্তরাজ্যের দখলে ছিল।
★ ১৯৪৮-বর্তমান নিজ দেশে পরাধীন অবস্থায় আছে।
★ ১৯৬৪ সালে গেরিলা কমান্ডার ইয়াসির আরাফাত-এর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) গঠিত হয়।
★ ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানীতে আলজিয়ার্স চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
★ ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর আলজেরিয়া প্রথম ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়
★ ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়
★ ১৯৯৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নরওয়ের রাজধানী অসলোতে স্বাক্ষরিত অসলো চুক্তির মাধ্যমে PLO ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়।
★ ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু হয়।
★ ২০০৫ সালে মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং এখনও তিনিই ক্ষমতায় আছেন।

★ ২০১৪ গাজায় ইসরাইলি বর্বরতার প্রতিকী নাম ছিল : অপারেশন প্রোটেকটিভ এডজ।

সপ্রতি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি

দেশ	তারিখ
হাইতি	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
সুইডেন	৩০ অক্টোবর, ২০১৪
ফ্রান্স	২ নভেম্বর, ২০১৪
স্পেন	১৮ নভেম্বর, ২০১৪
আন্তর্জাতিক আদালত	৮ ডিসেম্বর, ২০১৪

এক নজরে ইসরাইল :

★ ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।
★ ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের ৮১ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়।
★ ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ডেভিড বেনগুরিনের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে ইসলাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
★ ১৯৪৮ সালে ৪ মাস ব্যাপী আরবদেশগুলোর সাথে প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়।
★ ১৯৫৬ সালে মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ২য় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়।
★ ১৯৬৭ সালে ৩য় আরব-ইসরাইল যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরাইল জেরুজালেম দখল করে।
★ ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪র্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়।
★ ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে মিসর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়।
★ ১৯৮০ সালে ইসরাইল জেরুজালেমে স্থায়ী রাজধানী স্থাপন করে।
★ ১৯৯৩ সালে ইসরাইল PLO কে স্বীকৃতি দেয়।
★ ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত অ্যারিয়াল শ্যারন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
★ ২০০৬-২০০৯ সাল পর্যন্ত এহুদ ওলমার্ট প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
★ ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেন ইয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আছেন।

এক নজরে মিশর

★ ৬৩৯ সালে খলিফা ওমরের শাসন আমলে আরবদের দখলে আসে।
★ ১৮৮২ সালে যুক্তরাজ্য দখল করে।
★ ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।
★ ১৯৫৪ সালে নাগিবকে উৎখাত করে জামাল নাসের ক্ষমতায় আসে।
★ ১৯৫৬ সালে মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে।
★ ১৯৭০ সালে আনোয়ার সাদাত ক্ষমতায় আসে।
★ ১৯৭২ সালে সোভিয়েত পরামর্শক বের করে দেয়।
★ ১৯৭৩ সালে যুদ্ধে সোভিয়েব পিছু হটে।
★ ১৯৭৭ সালে আনোয়ার সাদাত ইসরাইল ভ্রমণ করে।
★ ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিট চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়।
★ ১৯৮১ সালের ৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত নিহত হন
★ ১৯৮২ সালে হোসনি মোবারক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
★ ২০১১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আরব গণজাগরণের মাধ্যমে হোসনি মোবারকের পতন হয়।
★ ২০১২ সালের ২৪ জুন মু. মুরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
★ ২০১৩ সালের ৩ জুলাই মু. মুরসির পতন হয়।
★ ২০১৩ সালে আদলি মানসুর অন্তরবর্তী সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় আসেন।
★ ২০১৩ সালের ৮ জুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন সাবেক সেনা প্রধান আব্দুল ফাত্তাহ আল সিসি।

এক নজরে তিউনিসিয়া

★ ৬৩৯-১৮৮১ পর্যন্ত তিউনিসিয়া আরব ও অটোমানদের দখলে ছিল
★ ১৮৮১ সালে ফ্রান্স তিউনেসিয়া দখল করে।
★ ১৯৫৬ সালে তিউনিসিয়া ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
★ ২০১০ সালের শেষ দিকে বেকার যুবক বুয়াজিজ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করলে তিউনিসিয়ায় আরব বসন্ত শুরু হয়।
★ ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি দেশটির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বেজি সাইদ এসেবসি।
★ ২০১৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি দেশটির নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন হাবিব এসিদ।

এক নজরে লিবিয়া

★ ৬৩৯-১৯১২ সাল পর্যন্ত আরব ও তুর্কীদের দখলে ছিল।
★ ১৯১২ সালে ইতালি লিবিয়া দখল করে।
★ ১৯৫২ সালে ইতালির কাছ থেকে লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।
★ ১৯৬৯ সালে রাজা ইদ্রিসকে সিংহাসনচ্যুত করে কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি ক্ষমতা দখল করে।
★ ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর মুয়াম্মার গাদ্দাফীর মৃত্যু হয়।
★ দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী : ওমর আল হাশি।
★ বর্তমান প্রেসিডেন্ট : মৌরি আবুস সাহমাইন।

বিভিন্ন দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রপতি

দেশ	রাষ্ট্রপতির নাম	দায়িত্বগ্রহণ
সৌদি আরব	সালমান বিন আব্দুল আজি ইবনে সৌদ (বাদশা)	২৩ জানু, ২০১৫
মোজাম্বিক	ফিলিপে নাইয়োসী	১৫ জানু, ২০১৫
ক্রোয়েশিয়া	কোলিন্দা গ্রাবার কিতারোভিচ	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
ইতালি	সার্জিও মাত্তারেল্লা	৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
ইউক্রেন	পেত্রো পেরেশেনকো	৭ জুন, ২০১৪
মিসর	আবদলে ফাত্তাহ আল সিসি	৮ জুন, ২০১৪
শ্রীলঙ্কা	মৈত্রীপাল সিরিসেনা	৯ জানু, ২০১৫
ইসরাইল	বিড়ভেন রিভলিন	১০ জুন, ২০১৪
গিনি বিসাউ	জোসো মারিও ভাজ	২৩ জুন, ২০১৪
ইরাক	ফুয়াদ মাসুম	২৪ জুলাই, ২০১৪
তুরস্ক	রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান	২৮ আগস্ট, ২০১৪
আফগানিস্তান	আশরাফ ঘানি	২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
ইন্দোনেশিয়া	জোকো উইদোদো	২০ অক্টোবর, ২০১৪

প্রধানমন্ত্রী

দেশ	প্রধানমন্ত্রীর নাম	দায়িত্বগ্রহণ
মালি	মোদিবো কেইটা	৯ জানু, ২০১৫
শ্রীলঙ্কা	রনিল বিক্রমাসিংহে	৯ জানু, ২০১৫
হাইতি	ইভান্স পল	১৬ জানু, ২০১৫
মাদাগাস্কার	জ্য রাভেলনারিভো	১৭ জানু, ২০১৫
গ্রিস	এলেক্সিস সিপ্রাস	২৬ জানু, ২০১৫
তিউনিসিয়া	হাবিব এসিদ	৬ ফেব্রুয়োরি, ২০১৫
কাজাখস্তান	করিম মাসিমভ	২ এপ্রিল, ২০১৪
ভারত	নরেন্দ্র মোদি	২৬ মে, ২০১৪
ফিনল্যান্ড	আলেক্সভার স্টাব	২৪ জুন, ২০১৪
গিনি বিসাউ	ডোমিংগশ সিমোস পেরেইরা	৩ জুলাই, ২০১৪
সেনেগাল	মোহাম্মদ ডিয়োনি	৭ জুলাই, ২০১৪
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	মাহামাত কামুন	১৩ আগস্ট, ২০১৪
থাইল্যান্ড	প্রাইয়ুথ শান-ওসা	২১ আগস্ট, ২০১৪

তুরস্ক	আহমেদ দেবতগালু	২৮ আগস্ট, ২০১৪
বুলগেরিয়া	জিওর্গি ব্রিজানাসিক	৬ আগস্ট, ২০১৪
ইরাক	হায়দার আল আবাদী	৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
স্লোভেনিয়া	মিরো কারার	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পোল্যান্ড	ত্রওয়া কোপাজ	২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
বুলগেরিয়া	বয়কো মেতোদিয়েভ বরিসভ	৭ নভেম্বর, ২০১৪
সাওটম এন্ড পিন্সিপে	প্যাট্রিক ট্রোভাডা	২৯ নভেম্বর, ২০১৪
বেলজিয়াম	চার্লস মিশেল	১১ অক্টোবর, ২০১৪
সুইডেন	স্টিফান লুফভেন	৩ অক্টোবর, ২০১৪
কসোভো	ঈসা মুস্তাফা	৯ ডিসেম্বর, ২০১৪
সোমালিয়া	ওমার আব্দুর রাশিদ আলী	২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪

মহাসচিব

★ প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব : আবুল কালাম আজাদ
★ ন্যাটো : জেনস স্টলটেনবার্গ (নরওয়ে), দায়িত্বগ্রহণ : ১ অক্টোবর, ২০১৪
★ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) : হাওলিন ঝাও (চীন) দায়িত্বগ্রণ : ১ জানুয়ারি, ২০১৫
★ BIMSTEC : সামিথ নাকানডালা (শ্রীলঙ্কা), দায়িত্বগ্রহণ, ৪ মার্চ, ২০১৪
★ SAARC : অর্জন বাহাদুর থাপা (নেপাল), দায়িত্বগ্রহণ, ১ মার্চ ২০১৪
★ Interpol : জুর্গেন স্টক, নভেম্বর, ২০১৪

সচিব

★ শিক্ষা মন্ত্রণালয় : মোহাম্ম নজরুল ইসলাম খান
★ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC) : শাহজাহান আলী মোল্লা।

চেয়ারম্যান

★ পেট্রোবাংলা : ইশতিয়াক আহমেদ, নিয়োগ : ২২ অক্টোবর, ২০১৪
★ WITSA (ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশ টেকনোলজি সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স) -গ্লোবাল ট্রেড কমিটি : মো. সবুর খান, বাংলাদেশ
★ পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক : ড. মিহির কান্তি মজুমদার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (BRTC) : মিজানুর রহমান, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ UNHRC এর চেয়ারম্যান : প্রিন্স জেইদ আল হুসেইন (নিযুক্ত : ৬ জুন, ২০১৪)
★ রাজউক : জি এম জয়নাল আবেদীন ভূইয়া
★ আসিয়ান : নাজিব রাজ্জাক (মালয়েশিয়া)
★ ঢাকা শিক্ষাবোর্ড : অধ্যাপক দিলারা হাফিজ
★ বাংলাদেশ চা বোর্ড : মো. এনায়েত উলস্নাহ
★ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন : মো. মনিরুল ইসলাম
★ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন : অপরূপ চৌধুরী

মহাপরিচালক

★ র‍্যাব : বেনজীর আহমেদ, দায়িত্বগ্রহণ : ১ জানুয়ারি, ২০১৫
★ পুলিশের IGP : এ কে এম শহীদুল হক, দায়িত্বগ্রহণ : ১ জানুয়ারি, ২০১৫
★ IMSO (ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম স্যাটেলাইট অর্গানইজেশন) : ক্যাপ্টেন মইন উদ্দিন আহমেদ (বাংলাদেশ)
★ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর : মোহাম্মদ আলমগীর, নিয়োগ, ৯ অক্টোবর, ২০১৪
★ ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টিলিজেন্স (ISI) –লে. জেনারেল রিজওয়ান আক্তার (পাকিস্তান), দায়িত্বগ্রহণ, ৭ নভেম্বর, ২০১৪
★ জাতিসংঘের সহকারি মহাসচিব (শান্তি) : অস্কার ফার্নন্দেজ তারানকো, নিয়োগ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ বিটিভি : আব্দুল মান্নান, নিযুক্ত : ৩ মার্চ, ২০১৪
★ BINA : ড. এ এইচ এম রাজ্জাক
★ CERN : ফ্যাবিওলা জানোত্তি, দায়িত্বগ্রহণ : ১ জানুয়ারি, ২০১৫

সভাপতি

★ ইউরোপীয় কাউন্সিল : ডোনাল্ড টাস্ক, দায়িত্বগ্রহণ : ১ ডিসেম্বর, ২০১৪
★ ইউরোপীয় কমিশন : জ্যাঁ ক্লদ জাংকার, দায়িত্বগ্রণ : ১ নভেম্বর, ২০১৪
★ মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কমান্ড : হেলাল মোর্শেন খান
★ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি : অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, ৩ জানুয়ারি, ২০১৪

ভিসি

★ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, দায়িত্বগ্রহণ : ৫ জানুয়ারি, ২০১৫
★ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. এম গোলাম শাহী আলম (২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)
★ বুয়েট : অধ্যাপক খালেদা ইকরাম (বুয়েটের প্রথম নারী ভিসি) ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : ফারজানা ইয়াসমীন (বাংলাদেশের প্রথম নারী ভিসি), নিয়োগ : ২ মার্চ, ২০১৪

বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার

ভারত : সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী
চীন : এম ফজলুল করিম
ব্রাজিল : মিজারুল কায়েস
যুক্তরাজ্য : আব্দুল হান্নান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন
মায়ানমার : মো. সুফিউর রহমান
মিসর : মো. ওয়াহিদুর রহমান
থাইল্যান্ড : সাদিয়া মুন তাননিম
শ্রীলঙ্কা : তারিক আহসান
অস্ট্রেলিয়া : কাজী ইমতিয়াজ হোসেন

বাংলাদেশে বিদেশের রাষ্ট্রদূত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মার্সিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকাট, নিয়োগ ১৮ নভেম্বর, ২০১৪।
যুক্তরাজ্য : রবার্ট গিবসন
ইউরোপীয় ইউনিয়ান : পিয়েরে মায়োডন (নিয়োগ ৩ নভেম্বর, ২০১৪)
সুইডেন : জোহান ফ্লিসেল : নিয়োগ ৩ নভেম্বর, ২০১৪

বিভিন্ন দেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত

রাশিয়া : জন টেফট
ভারত : রিচার্ড রাহুল ভার্মা

মূখ্যমন্ত্রী

বিহার : নীতিশ কুমার; ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
দিলস্নী : অরবিন্দু কেজরিওয়াল, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
তামিলনাড়ু : ও. পনিরসেলভাম; ২৯ নভেম্বর, ২০১৪
হারিয়ানা : মনোহর লাল খাট্টার; ২০ অক্টোবর, ২০১৪
গুজরাট : আনন্দী বেন প্যাটেল

মেলা/উৎসব

ফ্রাঙ্কফুট বইমেলা : ৮-১২ অক্টোবর, ২০১৪ (বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলা)
কলকাতা-বাংলাদেশ বইমেলা : ২৫-৩০ অক্টোবর-২০১৪ (কলকাতা)
বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব : ২-১১ অক্টোবর, ২০১৪
মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব : ১৪-২১ অক্টোবর, ২০১৪

বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশ

★ IOSCO- এর প্রথম বাংলাদেশি উপদেষ্টা : ফরহান আহমেদ
★ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC)'র নির্বাহী বোর্ডের সদস্য : লতিফুর রহমান
★ সিডোর সদস্য (পুনর্নির্বাচিত) : ইসমাত জাহান
★ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টা : সায়মা ওয়াজেদ পুতুল
★ টাওয়ার হ্যামলেট এর মেয়র : শেখ লুৎফুর রহমান (পুনর্নির্বাচিত)
★ ACU এর চেয়ারম্যান : ড. আতিউর রহমান
★ ওবামা প্রশাসনে (এশিয়ান-আমেরিকান অ্যান্ড প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স বিষয়ক পরামর্শ কমিশনের সদস্য) প্রথম বাংলাদেশি : নিনা আহমেদ
★ বর্ষসেরা অভিযাত্রী : ওয়াসফিয়া নাজরীন

চুক্তি/সম্মেলন/বৈঠক

সম্মেলন :

★ ২৪তম কমনওয়েল সম্মেলন : ২৭-২৯ নভেম্বর, ২০১৫
★ ১৮তম সার্ক সম্মেলন : ২৬-২৭ নভেম্বর, ২০১৪; কাঠমান্ডু, নেপাল
★ ৯ম G২০ সম্মেলন : ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৪, ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া
★ ২৬তম অ্যাপেক সম্মেলন : ১০-১১ নভেম্বর, ২০১৪, বেইজিং, চীন
★ ২৫তম আসিয়ান সম্মেলন : ১২-১৩ নভেম্বর, ২০১৪, নাইপিদো, মায়ানমার
★ ৩১তম ASOCIO সম্মেলন : ২৮-৩১ অক্টোবর, ২০১৪, হ্যানয়, ভিয়েতনাম
★ ৮৩তম ইন্টারপোল সম্মেলন: ৩-৭ নভেম্বর, ২০১৪, মোনাকো
★ ১০ আসেম সম্মেলন: ১৬-১৭ অক্টোবর, ২০১৪, মিলান, ইতালি
★ ১৯তম ITU সম্মেলন: ২০ অক্টোবর - ৭ নভেম্বর, ২০১৪, বুসান, দক্ষিণ কোরিয়া
★ নোবেল শান্তি সম্মেলন : ২০১৫, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র
★ ন্যাটো সম্মেলন : ৪-৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ওয়েলস, যুক্তরাজ্য
★ টোকিও নারী সম্মেলন : ১২-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, টোকিও, জাপান
★ বিশ্ব বাঘ গণনা সম্মেলন : ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ঢাকা, বাংলাদেশ
★ ৬ষ্ঠ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন : ১৫-১৬ জুলাই, ২০১৪, ফোর্তালেজা, ব্রাজিল
★ ২০তম আআন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন : ২০-২৫ জুলাই, ২০১৪, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
★ ১৭তম NAM সম্মেলন : ২৬-২৯ মে, ২০১৪, আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া
★ জি-৭ সম্মেলন : ৪-৫ জুন, ২০১৪ ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
★ ২৫তম আরবলিগ সম্মেলন : ২৫-২৬ মার্চ, ২০১৪, কুয়েত সিটি, কুয়েত
★ ৩য় BIMSTEC সম্মেলন : ১-৪ মার্চ, ২০১৪, নাইপিদো, মায়ানমার

নোবেল পুরস্কার-২০১৪

২০১৪ সালে নোবেল জিতেছেন মোট ১৩জন ব্যক্তি। যার মধ্যে নারী দুইজন, মুসলমান একজন। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে দুইজন। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল জয়ের রেকর্ড গড়েন পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই। নোবেল পুরস্কার থেকে শান্তি, সাহিত্য ও অর্থনীতি এই তিনটি বিষয়ের উপর থেকেই মূলত প্রশ্ন আসে।

বিষয়	বিজয়ী	দেশ
শান্তি	মালালা ইউসুফজাই	পাকিস্তান
	কৈলাস সত্যার্থী	ভারত
সাহিত্য	পেত্রিক মোদিয়ানো	ফ্রান্স
অর্থনীতি	জ্যা তিরোল	ফ্রান্স
চিকিৎসা	জ্যা ওস্বকিফি	যুক্তরাষ্ট্র
	এডভাউ মোজার	
	মে-ব্রিট মোজার (এরা স্বামী-স্ত্রী)	নরওয়ে
পদার্থ	ইসাযু আকাসাকি	জাপান
	হিরোশি আমানো	জাপান
	সুজি নাকামুরা	জাপান
রসায়ন	রবার্ট এরিক বেটজিগ	যুক্তরাষ্ট্র
	উইলিয়াম এসাকা মোয়ের্নার	যুক্তরাষ্ট্র
	স্টিফান ওয়াল্টার হেল	জার্মান

পুরস্কার (বাংলাদেশ)

★ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ : প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা
★ গুসি শান্তি পুরস্কার : ড. আতিউর রহমান
★ ট্রাস্ট উইমেন হিরো অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ : স্যার ফজলে হাসান আবেদ
★ লাক্স চ্যানেল আই সুপার স্টার ২০১৪ : নাদিয়া
★ রোকেয়া পদক-২০১৪ : অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও গোলাপবানু
★ নজরুল পদক-২০১৩ : ড. নাসিদ কামাল ও খিলখিল কাজী
★ ট্রি অব পিস প্রাইজ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
★ অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ (WHO প্রবর্তিত) : সায়মা হোসেন
★ ইকুইটাস অ্যাওয়ার্ড কানাডা : ড. মুহাম্মদ ইউনুস

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৫

ক্ষেত্র	বিজয়ী
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ	কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী (মরণোত্তর), মামুন মাহমুদ (মরণোত্তর), শহ্ এ এম এস কিবরিয়া (মরণোত্তর)।
সাহিত্য	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
সংস্কৃতি	আব্দুর রাজ্জাক (নায়করাজ)।
সাংবাদিকতা	সন্তোস গুপ্ত (মরণোত্তর)।

একুশে পদক ২০১৫

ক্ষেত্র	বিজয়ী
ভাষা আন্দোলন	পিয়ারু সরদার (মরণোত্তর)।
শিল্পকলা	আব্দুর রহমান বয়াতি (মরণোত্তর)। এস এ আবুল হায়াত ও এ টি এম শামসুজ্জামান।
সাংবাদিকতা	কামাল লোহাণী।
গবেষণা	আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
শিক্ষা	অধ্যাপক ডা. এম এ মান্নান ও সনৎ কুমার সাহা।

সমাজসেবা	ঝর্ণা ধারা চৌধুরী, শ্রীমত সত্যপ্রিয় মহাথের ও অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী
গণমাধ্যম	ফরিদুর রেজা সাগর।

বাংলা একাডেমিক পুরস্কার ২০১৪

ক্ষেত্র	বিজয়ী
কবিতা	শিহাব সরকার
প্রবন্ধ	শান্তনু কায়সার
কথাসাহিত্য	জাকির তালুকদার
গবেষণা	ভূঁইয়া ইকবাল
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাহিত্য	আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
শিশু সাহিত্য	খালেক বিন জয়েন উদ্দী
ভ্রমণ সাহিত্য	মঈনুস সুলতান

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১২ :

আজীবন সম্মাননা : খলিল উল্লাহ খান
সেরা চলচ্চিত্র : উত্তরের সুর
সেরা পরিচালক : হুমায়ূন আহমেদ
সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী : শাকিব খান ও জয়া আহসান

★ অসলো বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড : সেলিমা আহমেদ
★ পদ্মভূষণ : অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ৩০ মার্চ, ২০১৪
★ স্বাধীনতা পদক (২০১৪) : শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (সংস্কৃতি)
★ ২০১৫ সাল একুশে পদক পান : ১৫ জন

৮৭তম অস্কার : ২০১৫

- সেরা ছবি : বার্ডম্যান
- সেরা পরিচালক : আলজান্দ্রো গজত্তালেজ
- সেরা নায়ক : ইদ্দিরেড ম্যানি (ইউকে)
- সেরা নায়িকা : জুলিয়ান মুর (ইউএসএ)

পুরস্কার (আন্তর্জাতিক)

★ ৬৩তম মিস ইউনিভার্স ২০১৪ : পাওলিন ভেগা (কলম্বিয়া)
★ ডি এস সি পুরস্কার : ঝুম্পা লাহড়ী
★ ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন প্রাইজ : মালালা ইউসুফজাই
★ মিস ইন্টার ন্যাশনাল ২০১৪ : ভ্যালেরি হার্নান্দেজ (পুয়ের্তোরিকো)
★ ওয়ার্ল্ড মুসলিমাহ অ্যাওয়ার্ড : ফাতমা বেন গুয়েফ্রাচ (তিউনিসিয়া)
★ মার্টিন লিবার্টি পদক : মালালা ইউসুফজাই
★ অ্যাবেল পুরস্কার ২০১৪ : অধ্যাপক ইয়াকভ জি সিনাই
★ মিস ওয়ার্ল্ড ২০১৪ : রোলেন স্ট্রাস, দ. আফ্রিকা
★ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা ব্যাংক গভর্নর : ড. আতিউর রহমান

নারী বিশ্ব

★ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল : লোরেটা লিঞ্চ
★ ইউরোপীয় পরমাণু গবেষণা সংস্থা (সার্ন) এর প্রথম নারী প্রধান : ফ্যাবিওলা জানেত্তি (ইতালী)
★ বর্ষসেরা সাহসি অভিযাত্রী : ওয়াসফিয়া নাজরীন (বাংলাদেশ)
★ বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর নারী : অ্যাঙ্গেলা মার্কেল (জার্মানী)

রিপোর্ট জরিপ

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৪ :

মোট জনসংখ্যা ৭২৪ কোটি ০৪ লাখ, বৃদ্ধির হার ১.১%, জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ চীন (১৩৯.৩৮ কোটি) ক্ষুদ্রতম ট্যুভ্যালু; বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৫ লাখ; বৃদ্ধির হার ১.২%।

অন্যান্য

★ চরম দরিদ্র সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান : ৪র্থ (শীর্ষে ভারত)
★ ভালো দেশ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান : ৯১তম
★ ব্যয়বহুল শহর এর তালিকায় ঢাকা : ১১৭তম (শীর্ষে লুয়ান্ডা) সস্তা শহর করাচী।
★ বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ : কাতার, বাংলাদেশ ১৫১ তম
★ অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষে : যুক্তরাষ্ট্র, আমদানিতে ভারত
★ সন্ত্রাসবাদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান : ২৩তম
★ ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট শীর্ষে : সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ ১৭৩তম
★ লিঙ্গ বৈষম্যে ভালো দেশ : আইসল্যান্ড, খারাপ- মালি (বাংলাদেশ ৩৮তম)
★ দাসত্ব সূচকে শীর্ষে : ভারত (বাংলাদেশ ৯ম)
★ শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি (রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট) : ভ্লাদিমির পুতিন
এশিয়ায় সৌদি আরবের বাদশা আব্দুল্লাহ (বিশ্বে ১১তম)
★ শীর্ষ ধনী নারী : ক্রিস্টি ওয়াল্টন
★ প্রাবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ : ভারত (বাংলাদেশ ৮ম)
★ বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে : ৫৭তম বাংলাদেশের অবস্থান
★ খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান : ৮৮তম
★ চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান : ৮৬তম
★ বৈশ্বিক সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান : ১০৯তম
★ সামরিক শক্তিতে শীর্ষ দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, (বাংলাদেশ ৫৬তম)

হারানো মুখ

★ চাষী নজরুল ইসলাম : ১১ জানুয়ারি, ২০১৫
★ গোবিন্দ হালদার : ১৭ জানুয়ারি, ২০১৫
★ ড. মাকসুদুল আলম : ২১ ডিসেম্বর, ২০১৪
★ অভিনেতা খলিলুর রহমান : ৭ ডিসেম্বর, ২০১৪
★ ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন : ৮ অক্টোবর, ২০১৪
★ জাতীয় অধ্যাপক সালাহ উদ্দীন আহমেদ : ৯ অক্টোবর, ২০১৪
★ আয়েশা ফয়েজ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ ড. মনজুর করিম (পিয়াস) : ১৩ অক্টোবর, ২০১৪
★ শিল্পী ফিরোজা বেগম : ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ পন্ডিত রামকানাই দাশ : ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
★ নরম্যান গর্ডন : ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ (বয়স্ক টেস্ট ক্রিকেটার)
★ ইউ ক্যাচিং মারমা : ২৫ জুলাই, ২০১৪
★ বেবী মওদুদ : ২৫ জুলাই, ২০১৪
★ কবি আবুল হোসেন : ২৯ জুন, ২০১৪
★ নাদিম গর্ডিমার (দ. আফ্রিকা) : ১৩ জুলাই, ২০১৪
★ সরদার ফজলুল করিম : ১৪ জুন, ২০১৪
★ বাউল শিল্পী আব্দুল করিম শাহ : ১০ জুন, ২০১৪
★ এবিএম মূসা : ৯ এপ্রিল, ২০১৪
★ কণ্ঠশিল্পী বশির আহমেদ : ১৯ এপ্রিল, ২০১৪
★ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ : ১৭ এপ্রিল, ২০১৪
★ জাতীয় অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন : ১০ জানুয়ারি, ২০১৪
★ বিচারপতি হাবিবুর রহমান : ১১ জানুয়ারি, ২০১৪
★ স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন : ১০ নভেম্বর, ২০১৪
★ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : ১১ নভেম্বর, ২০১৪
★ সাংবাদিক জগলুল আহমেদ : ২৯ নভেম্বর, ২০১৪
★ চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী : ৩০ নভেম্বর, ২০১৪

★ ধারাভাষ্যকার মঞ্জুর হাসান মিন্টু : ১৮ নভেম্বর, ২০১৪
★ জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মাইকেল সাটা : ২৮ অক্টোবর, ২০১৪
★ মিখাইল কালাশনিকভ : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৩

২০১৫ বিশ্বকাপ

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে ২৯ মার্চ, ২০১৫ নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াতে বসছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১১তম আসর। দুইদেশের ১৪টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ১৪ দলের অংশগ্রহণে এ জমজমাট আসর। ২০১৫ বিশ্বকাপের লোগো মাওরি তোহেরা। ২০১৫ বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাট্রিক করেন ইংল্যান্ডের স্টিভেন ফিন। বিশ্বকাপে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন ক্রিস গেইল (২১৫)।

প্রথম ম্যাচ : নিউজিল্যান্ড-শ্রীলংকা (১৪ ফেব্রুয়ারি)
প্রথম সেঞ্চুরি : অ্যারন ফিঞ্চ (অস্ট্রেলিয়া)
প্রথম হ্যাট্রিক : স্টিভেন ফিন (ইংল্যান্ড)
বিশ্বকাপে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি : (১৮বলে) বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিস ২৩৭। বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের জুটি-ক্রিস গেইল ও মারলন স্যামুয়েলসরু (৩৭২) বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস ৪৭১ (অস্ট্রেলিয়া)।
অফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জয় লাভ করে : ১০৫ রানে
প্রথম ক্যাচ : জীবন মেন্ডিস
প্রথম উইকেট : রঙ্গনা হেরাথ
প্রথম জয় : নিউজিল্যান্ড
২৮ ফেব্রুয়ারি : অকল্যান্ড দ্বীপে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ১৫১ রানে অল আউট হয়। পরে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড ২০১৫ বিশ্বকাপে মোট হেট্রিক হয় দুটি। বিশ্বকাপ ইতিহাসে স্কটল্যান্ড একমাত্র দল যারা দুই বা ততোধিক বিশ্বকাপ খেলে নূন্যতম একটি ম্যাচও জিততে পারেনি। ২০১৫ বিশ্বকাপে ৪৯টি ম্যাচে মোট সেঞ্চুরি হয়েছে ৩৮টি। ২০১৫ বিশ্বকাপে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।
১ উইকেটে জয়লাভ করে।

ক্রিকেট

★ বাংলাদেশ এ পর্যন্ত (মে-২০১৫) টেস্ট ম্যাচ খেলেছে : ৯০টি
★ এক টেস্ট ম্যাচে ১০ উইকেটকারি তৃতীয় ক্রিকেটর (বাংলাদেশি) : সাকিব আল হাসান
★ টেস্টে এক ইনিংসে বাংলাদেশের পক্ষে সেরা বোলিং : তাইজুল ইসলাম (১৬.৫/৩৯/৮)
★ বর্তমান বাংলাদেশের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক যথাক্রমে : মুশফিকুর রহীম ও মাশরাফি বিন মর্তুজা
★ ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ইনিংস : ২৬৪ (রোহিত শর্মা, ভারত)
★ টেস্টে সর্বোচ্চ ইনিংস : ৪০০ (ব্রয়ান লারা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
★ তিন ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বর্তমানে শীর্ষ অল রাউন্ডার : সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ)
★ সম্প্রতি বাংলাদেশ হোয়াইট ওয়াশ করে : জিম্বাবুয়েকে (টেস্টে ও পাকিস্তানকে (ওয়ানডে)
★ ওয়ানডে অভিষেক হ্যাটট্রিককারী বিশ্বের প্রথম বোলার : তাইজুল ইসলাম (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ- জিম্বাবুয়ে সিরিজ

২৫ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০১৪ অনুষ্ঠিত টেস্ট ওয়ানডে সিরিজে জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ। অনেকগুলো রেকর্ড হয় এই সিরিজে। বাংলাদেশ প্রথমবারের মত ৩ টেস্ট ও ৫ ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজ খেলে। টেস্টে ম্যান অব দ্যা সিরিজ হন সাকিব আল হাসান আর ওয়ানডেতে মুশফিক। অভিষেক ওয়ানডে ম্যাচেই হ্যাট্রিক করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন তাইজুল ইসলাম।

আইসিসি অ্যাওয়ার্ড-২০১৪

★ আইসিসি ক্রিকেটে ও টেস্ট ক্রিকেটর অব দ্যা ইয়ার ২০১৪: মিচেল জনসন
★ আইসিসি ওয়ানডে ক্রিকেটের অব দ্য ইয়ার ২০০৪ : এবি ডি ভিলিয়ার্স
★ শচীন টেন্ডুলকারের আত্মজীবনীর নাম : প্লেইং ইজ মাই ওয়ে।

ফুটবল বিশ্বকাপ-২০১৪

২৪ বছর পর আবারও বিশ্বকাপ জিতেছে জার্মানি। এটি জার্মানির চতুর্থ বিশ্বকাপ শিরোপা। ১২ জুন থেকে ১৩ জুলাই-২০১৪, ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবলের ২০তম আসর। ৩২ দলের অংশগ্রহণে বিশ্বের এ জমজমাট আয়োজন। সেরা খেলোয়াড় হন আর্জেন্টাইন ফরওয়ার্ড লিওনেল মেসি আর ৬টি গোল করে সেরা গোলদাতা কলম্বিয়ার হামেস রদ্রিগেজ।

তথ্যকনিকা :

- ২০১৪ আসর : ২০তম
- আয়োজক : ব্রাজিল
- বল : ব্রাজুকা
- মোট গোল হয় : ১৭১টি
- সর্বোচ্চ গোলদাতা : হামেস রদ্রিগেজ (কলম্বিয়া), ৬টি
- সেরা খেলোয়ার : লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)
- সেরা গোলকিপার : ম্যানুয়েল ন্যায়ার (জার্মানি)
- চ্যাম্পিয়ন : জার্মানী
- রানার্স আপ : আর্জেন্টিনা
- তৃতীয় স্থান : নেদারল্যান্ডস
- চতুর্থ স্থান : ব্রাজিল
- ফাইনালে একমাত্র গোলদাতা : মারিও গোটশে (জার্মানি)

বিশ্বকাপ ফুটবল :

- প্রথম আসর: ১৯৩০ : প্রথম চ্যাম্পিয়ন : উরুগুয়ে
- সর্বাধিক গোলদাতা : মিরোস্লোভ ক্লোসা (জার্মানি), ১৬টি
- ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হবে : রাশিয়ায়
- ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত হবে : কাতার

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ-২০১৫ :

- চ্যাম্পিয়ন : মালয়েশিয়া
- রানার্স আপ : বাংলাদেশ
- ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট : জামাল ভূইয়া (বাংলাদেশ)

এশিয়ান কাপ ফুটবল-২০১৫ :

- চ্যাম্পিয়ন : অস্ট্রেলিয়া
- রানার্সআপ : দক্ষিণ কোরিয়া

টেনিস

লন টেনিস এর সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা হচ্ছে গ্রান্ডস্লাম আসর। বছরে মোট ৪টি গ্রান্ডস্লাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালের বিজয়ীরা হলেন-

বিজয়ী

গ্রান্ডস্লাম এর নাম	পুরুষ	নারী
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিস-১৫	নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া)	সেরেনা উইলিয়ামস (যুক্তরাষ্ট্র)
ফ্রেঞ্চ ওপেন	রাফায়েল নাদাল (স্পেন)	মারিয়া শারাপোভা (রাশিয়া)
উইম্বলডন ওপেন	নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া)	পেত্রা কেভিতোভা (চেক প্রজাতন্ত্র)
ইউএস ওপেন	মারিন চিলিচ (ক্রোয়েশিয়া)	সেরেনা উইলিয়ামস (যুক্তরাষ্ট্র)

- পুরুষে এককে সর্বাধিক গ্রান্ডসল্লাম জয়ী : রজার ফেদেরার (সুইজারল্যান্ড-১৭টি)
- নারী এককে সর্বাধিক গ্রান্ডসল্লাম জয়ী : মার্গরেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া-২৪টি)

অ্যাথলেটিক্স

- ১৭তম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ইনচিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়া
- অস্কার পিস্টোরিয়াস : দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাথলেট
- ২০১৪ সালের সেরা অ্যাথলেট : ল্যাভিনেনি (ফ্রান্স) ও ভ্যানোরি অ্যাডামস (নিউজিল্যান্ড)

বিজ্ঞান মহাকাশ

- মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার প্রথম মঙ্গলযাত্রী (২০৩৪) হবেন : অ্যালিসা কারসন (যুক্তরাষ্ট্র)
- ভারতের মঙ্গলযান মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করে : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
- সম্প্রতি নাসার যে মহাকাশ যানটি মঙ্গল প্রবেশ করে তার নাম : ম্যাভেন

চিকিৎসা

- ইভোলা রোগীর প্রথম সন্ধান মেলে : ১৯৭৬, কিনসাসা (কঙ্গো)
- কানাডা কর্তৃক উদ্ভাবিত ইভোলা ভাইরাস বিরোধী টিকা : VSV-EBO (ঘোষণা ১৮ অক্টোবর, ২০১৪)
- ক্যান্সার যন্ত্র আবিষ্কারী বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর নাম : ড. জহিরুল আলম সিদ্দিকী
- দেশের বৃহত্তম অপারেশন থিয়েটার ও আইসিইউ অবস্থিত : বিএসএমএমইউ তে

আধুনিক বিজ্ঞান

- সম্প্রতি দেশের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দৃষ্টি প্রতিবন্দিদের সহায়ক চশমা উদ্ভাবন করেন : খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
- বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার তৈরি করা হবে : কালীয়াকৈর, গাজীপুর।
- বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা (৫.১ মিলিমিটার) স্মার্টফোন তৈরি করেছে : চীনা কোম্পানি, জিওনির ইলাইফ এস ৫.১।
- বাংলা ভাষা বুঝতে সক্ষম রোবট তৈরি করেছে : চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বিবিধ (বাংলাদেশ)

- এম ভি মোস্তফা লঞ্চ ডুবে প্রায় ৭০জন লোক মারা যায় : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
- ২১তম প্রধান বিচারপতি : সুরেন্দ্র কুমার (এসকে) সিনহা (১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)
- ঢাকায় গুগল বাস চালু হয় : ১২ নভেম্বর, ২০১৪
- দেশের বৃহত্তম মসজিদ নির্মিত হচ্ছে : বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের সুবর্ণ জয়ন্তী : ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৪
- দেশে তৈরি প্রথম মোবাইল ফোন : ওকে (OK)
- শ্যালা নদীতে ট্যাংকার ডুবি : ৯ ডিসেম্বর, ২০১৪
- দেশের প্রথম পানি জাদুঘর : পটুয়াখালী
- দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর : কলাপাড়া, পটুয়াখালী

বিবিধ (আন্তর্জাতিক)

- ইউরো মুদ্রা চালুকারী ১৯তম দেশ : লিথুয়ানিয়া (১ জানুয়ারি, ২০১৫)
- ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
- মমতা ব্যানার্জীর ঢাকা সফর : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
- ভারতের (৪২তম) প্রধান বিচারপতি : এইচ এল দাত্তু, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
- শান্তি দূত (জলবায়ু) জাতিসংঘ : লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিত্ত; ঘোষণা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
- শুভেচ্ছ দূত ইন্টারপোল : শাহরুখ খান (প্রথম ভারতীয়)
- পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি : নাসির উল মুলক, শপথ-১৬ জুলাই, ২০১৪
- সিরিয়ায় জাতিসংঘের শান্তিদূত : স্টেফান ডি মিস্টুরা; নিযুক্ত ৯ জুলাই, ২০১৪
- স্কটল্যান্ডের ফাস্ট মিনিস্টার : নিকোলা স্টারজন, ১৯ নভেম্বর, ২০১৪ (প্রথম নারী)
- মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল : লরেটা লিঞ্চ (প্রথম নারী)
- বার্লিন প্রাচীর পতনের ২৫তম বর্ষপূর্তি হয় : ৯ নভেম্বর, ২০১৪
- চীন প্রথম সফল চন্দ্রাভিযান শেষ করে : ১ নভেম্বর, ২০১৪
- গ্রাউন্ড জিরোতে নতুন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার উদ্বোধন করা হয় : ৩ নভেম্বর, ২০১৪
- ইউনেস্কো ৭০ বছরে পদার্পন করে : ১৬ নভেম্বর, ২০১৪
- BRICS ব্যাংক এর যাত্রা শুরু : ১৫ জুলাই, ২০১৪
- বিশ্বের প্রথম জৈব দেশ : ভুটান
- বিশ্বের প্রথম AC শহর নির্মিত হচ্ছে : সংযুক্ত আরব আমিরাত
- ভারতে সাথে সমুদ্রবিজয়ের রায় : ৭ জুলাই, ২০১৪ (নেদারল্যান্ডের স্থায়ী সালিশ আদালত)
- নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী : অ্যাশটন কার্টার
- পাকিস্তানের পেশোয়ারে জঙ্গি হামলা : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪